এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩

Agricultural Innovation Fund-3 (AIF-3)

ব্যবহার নির্দেশিকা (ম্যানুয়াল)

(Operational Guidelines)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	পটভূমি	১
২.	এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) এর উদ্দেশ্য	২
৩.	AIF-3 ম্যানুয়াল এর গুরুত্ব	২
৪.	AIF-3 পরিচালনায় মৌলিক নীতিমালা	৩
৫.	AIF-3 অর্থায়নের সুযোগ	৪
৬.	AIF-3 উপ-প্রকল্প ডিজাইন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন পদ্ধতি	৬
৭.	কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত উদ্যোক্তাগণের তালিকা প্রস্তুত করণ	৬
৮.	উপ-প্রকল্প আহ্বান ও বহুল প্রচারণা	৬
৯.	AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর জন্য উদ্যোগক্তাগণের যোগ্যতার মাপকাঠি/মানদণ্ড	৭
১০.	উপ-প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি	৮
১১.	উপ-প্রকল্প দাখিলের সময়সীমা	৮
১২.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প যাচাইকরণ	৮
১৩.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প মূল্যায়নে জাতীয় কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি	১০
১৪.	জাতীয় কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	১০
১৫.	উপ-প্রকল্প অনুমোদন	১১
১৬.	উপ-প্রকল্পে অর্থ ছাড় করার প্রক্রিয়া	১২
১৭.	উপ-প্রকল্পের তহবিল ব্যবস্থাপনা	১২
১৮.	উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য ফান্ড শেয়ারিং	১২
১৯.	উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি	১৩
২০.	বেসরকারী খাতে উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ম	১৩
২১.	CIG/PO উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ম	১৩
২২.	বিল পরিশোধ পদ্ধতি	১৪
২৩.	দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল ক্রয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	১৫
২৪.	আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫
২৫.	উপ-প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি	১৫
২৬.	AIF-3 কার্যকারীতা (performance) পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation)	১৬
২৭.	উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার ছক (পরিশিষ্ট - ১)	১৭
২৮.	AIF-3 ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামার নমুনা (পরিশিষ্ট - ২)	২০
২৯.	পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে ঘোষণা পত্র (পরিশিষ্ট - ৩)	২১

পটভূমি

বাংলাদেশ উন্নয়ন অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন মূলত ছিল পারিবারিক ও জীবিকা নির্ভর। পরবর্তী পর্যায়ে এ খাতটি পারিবারিক ও জীবিকা নির্ভর এর সাথে সাথে আধা-বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে যুগের চাহিদায় এ খাতটি ক্রমান্বয়ে আধা-বাণিজ্যিক থেকে বাণিজ্য নির্ভর কৃষিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার ও ত্বরান্বিত করণে এনএটিপি-২ এর আওতায় প্রতিযোগিতামূলক অফেরত যোগ্য "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর মাধ্যমে CIG, Producer Organization (PO) এবং গ্রামীণ কৃষি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট উদোক্তাদের জন্য ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কৃষিজ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সুফলভোগীদের এই অনুদান একটি তহবিল থেকে প্রতিযোগিতামূলক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হবে, যা Agricultural Innovation Fund (AIF) নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজার প্রবেশাধিকার সহজীকরণের লক্ষ্যে কৃষিজ ব্যবসার সংগে যুক্ত উদ্যোক্তাদের ক্রমবিকাশে AIF এর আওতায় AIF-3 নামক তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" উদ্ভাবনীমূলক, অংশীদারিত্বমূলক এবং অফেরতযোগ্য একটি তহবিল যা ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজার প্রবেশাধিকার সহজীকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে। গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের এবং সেবা প্রদানকারীদের পুঁজি বা সম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপ্ত করার জন্য AIF-3 এই "ম্যাচিং গ্রান্ট" সাপ্লাই চেইন এক্টরদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তবে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের নিকট সঠিক দিক নির্দেশণা না থাকলে বড় ধরণের ঝুকি দেখা দিতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, প্রতিবেশী দেশসমূহে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বহুমুখীকরণ, উৎপাদন সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং মূল্য সংযোজন উন্নয়নমূলক বিষয়ক কার্যকাণ্ডের অনুকূলে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিপূরক হিসাবে "ম্যাচিং গ্রান্ট" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। AIF-3 প্রর্বতনের ফলে CIG কৃষক/খামারী, উদ্যেক্তা এবং ভেলু চেইন এক্টরদের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে। "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্তির যোগ্যতার জন্য অনুদান প্রাপক-কে গ্রামীণ কৃষিজকার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং কৃষিজ ব্যবসা কর্মকাণ্ডে উদ্যোক্তা হতে হবে। AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর ভাল পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এর জন্য একটি নির্দেশিকা অপরিহার্য। AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" সংক্রান্ত এই ম্যানুয়ালটিতে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সুযোগ চিহ্নিতকরণ, উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা, তহবিল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে CIG, PO এবং গ্রামীণ কৃষিজপণ্য উৎপাদন এর সংগে জড়িত গ্রামীণ উদ্যোক্তা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তহবিল পরিচালন কর্মকর্তা ও পর্যবেক্ষকগণের জন্য কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায়
এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

এনএটিপি-২ এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খামারীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের অন্যতম উদ্যোগ হলো Agricultural Innovation Fund (AIF)। কৃষিজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড বা প্রতিযোগিতামূলক "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে অনুদান প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। নিম্নোক্ত ৩টি উদ্দেশ্যে এবং ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড ব্যবহৃত হবে:

১. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-১ (AIF-1) ঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এআইএফ-১ থেকে অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এআইএফ-১ এর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পে USAID কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের সমুদয় অর্থ কেবলমাত্র AIF-1 কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

২. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (AIF-2): গবেষণায় উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের সিআইজিদের মাধ্যমে এআইএফ-২ থেকে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এআইএফ-২ এর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৩. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3): উৎপাদিত পণ্য পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরীতে "ম্যাচিং গ্রান্ট" হিসেবে এআইএফ-৩ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এআইএফ-৩ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২. এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) এর উদ্দেশ্য:

এনএটিপি-২ এর স্কেল-আপ কৌশলগুলির মধ্যে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড (AIF) হলো অন্যতম একটি স্তম্ভ। এর মধ্যে বাজার প্রবেশাধিকার সুবিধার জন্য কৃষিজ ব্যবসায় উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরাসরি অর্থায়নের মূল উৎস্য হচ্ছে AIF-3। এনএটিপি-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে এনএটিপি-২ প্রকল্প এলাকার Common Interest Group (CIG), PO এবং গ্রামীণ কৃষি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট উদোক্তার নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বাজার প্রবেশাধিকার সুবিধার জন্য প্রতিযোগিতামূলক অফেরত যোগ্য "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর মাধ্যমে সরাসরি অর্থায়নের উদ্দেশ্যে AIF-3 তহবিল গঠিত হয়েছে। AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদানের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ ক্ষুদ্র কৃষক/খামারীদের বাজার কার্যক্রমে অংশহগ্রণে সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
২.২ CIG, Non-CIG, PO এবং গ্রামীণ কৃষিজ ব্যবসায় উদোক্তাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের উন্নয়ন;
২.৩ কৃষি সেবা প্রদানকারীগণের (CEAL) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩ AIF-3 ম্যানুয়াল এর গুরুত্ব:

ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজার প্রবেশাধিকার সহজীকরণের লক্ষ্যে কৃষি ব্যবসার সংগে যুক্ত CIG, Producer Organization (PO), Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এবং গ্রামীণ

কৃষি ব্যবসার সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র উদোক্তাদের বাজার অংশগ্রহণ কার্যক্রমে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক অফেরত যোগ্য AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদানের নিমিত্ত এই ম্যানুয়ালে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

৩.১ সুফলভোগীদের যোগ্যতা মানদণ্ড এবং উপ-প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন পদ্ধতির নির্দেশিকা;

৩.২ AIF-3 তহবিল ব্যবস্থাপনায় হিসাব সম্পর্কিত নীতি, বাজেটিং, হিসাব পরিচালনা এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যবহারকারী ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য নির্দেশিকা;

৩.৩ এনএটিপি-২ এর উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চাহিদা ভিত্তিক উপ-প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে থিমেটিক (thematic) এলাকা সনাক্তকরণের বিষয়ে নির্দেশনা;

৩.৪ AIF-3 ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বজায় রাখার পদ্ধতির বিষয়ে নির্দেশনা।

৪ AIF-3 পরিচালনায় মৌলিক নীতিমালা:

AIF-3 এর "ম্যাচিং গ্রান্ট বা বিনিয়োগ তহবিল" প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার নিমিত্ত নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে -

৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অঙ্গ এর ব্যবস্থাপনায় AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

৪.২ AIF-3 আবেদনকারীর ধরণ ও যোগ্যতা, প্রাণিসম্পদ সিআইজি খামারীদের সুবিধা প্রদান করবে এমন নিবন্ধিত, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুনামধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোক্তা, CIG, প্রডিসার অর্গানাইজেশন (PO) ও CEAL উদ্যোক্তাগণ প্রতিযোগিতামূলক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার মাধ্যমে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে;

৪.৩ পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অঙ্গ এর আওতায় এনএটিপি-২ ভুক্ত প্রকল্প এলাকার শুধুমাত্র প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তাগণ AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর জন্য বিবেচ্য হবে;

৪.৪ নারী এগ্রিবিজনেস উদ্যোক্তাদের এই অনুদানের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হবে;

৪.৫ উদ্যোক্তাকে নির্ধারিত ছক পত্রে (পরিশিষ্ট-১) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করতে হবে। শুধুমাত্র নির্বাচিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুকুলে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদান করা হবে। উপ-প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তার শুধুমাত্র একটি উপ-প্রকল্প প্রস্তানা AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর জন্য বিবেচ্য হবে;

৪.৬ একটি উপ-প্রকল্পে AIF-3 থেকে সর্বোচ্চ প্রদেয় আর্থিক অনুদানের পরিমান হবে উক্ত উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট বাজেট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫০%, অর্থাৎ অনধিক ৫.৮১ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৫০% অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তাকে নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করতে হবে। এ জন্য উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে উদ্যোক্তার অংশের সমপরিমান টাকা জমা থাকতে হবে। ফলে একটি উপ-প্রকল্পে AIF-3 অনুদান ও উদ্যোক্তা তহবিল মিলে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের পরিমান হবে ১১.৬২ লক্ষ টাকা। যদি কোন কারণে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় মিটাতে হবে। অন্যদিকে যদি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ অর্থাৎ ১১.৬২ লক্ষ টাকা থেকে কম বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে AIF-3 ও উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমান আনুপাতিক হারে কমে যাবে, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে AIF-3 তে বরাদ্দ থাকলেও উপ-প্রকল্পের প্রয়োজন না থাকায় সেখানে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হবে না;

৪.৭ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে যে সকল উপ-প্রকল্প সময়ের সাথে পালাক্রমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেকসই উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় সক্ষম বলে প্রতীয়মান হবে, সে সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদান করা হবে;

৪.৮ নির্বাচিত উপ-প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদেয় নগদ অর্থের পরিপূরক ও আংশিক হিসাবে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রদান করা হবে;

৪.৯ CIG, PO অথবা বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠান যারা উত্তম মানসম্পন্ন, সরকারীভাবে নিবন্ধিত বা ট্রেড লাইসেন্সধারী এবং কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হচ্ছে, তাঁরা উৎপাদনশীল কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এককালীন অনুঘটক (catalytic) অর্থায়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

৪.১০ অনুদান প্রাপক উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে। এই চুক্তি পত্রের একটি খসড়া পরিশিষ্ট-২ এ দেয়া আছে;

৪.১১ উপ-প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় (operation cost), উপকরণ বা অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য চলমান ব্যয় (recurrent expenditure) যেমন প্রদর্শনী বা সম্প্রসারণ কার্যক্রম, শ্রম মজুরী, পরিবহন ব্যয়, কম্পিউটার, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের AIF-3 এর অনুদানের অংশ থেকে ব্যয় নির্বাহে অনুমোদন দেয়া যাবে না, তা আবেদনকারী উদ্যোক্তার ৫০% অংশ থেকে বহন করতে হবে;

৪.১২ উপ-প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী অনুমোদিত অনুদানের অর্থ কিস্তিতে/পর্যায় ক্রমে/এককালীন ছাড় করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ সম্পাদিত কাজের সরেজমিন মূল্যায়ন পরিস্থিতি এবং ম্যাচিং গ্রান্ট গ্রহণকারী গ্রহণকারী কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের শর্ত প্রযোজ্য হবে;

৪.১৩ পরিবেশ ও সমাজিক সুরক্ষায় কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে বা যে সকল উপ-প্রকল্প সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষায় নেতিবাচক তালিকার আওতায় আসবে, সে সকল উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে AIF-3 অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না। এ জন্য প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সাথে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি এর স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট সংযুক্ত করতে হবে (পরিশিষ্ট-৩)।

৫. AIF-3 অর্থায়নের সুযোগ:

৫.১ AIF-3 অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা:

পিআইইউ ঃ এনএটিপি-২, ডিএলএস এর মাধ্যমে AIF-3 এর আওতায় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তাদের ১০০টি উপ-প্রকল্প আর্থিক অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে;

৫.২ AIF-3 অর্থায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ;

AIF-3 অর্থায়ন ভেলু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের মৌলিক চাহিদা পূরণে নিম্নোক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে -

৫.২.১ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি গ্রহণ;

৫.২.২ উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তি গ্রহণ;

৫.২.৩ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ;

৫.২.৪ উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য বাণিজ্যিকীকরণ।

৫.৩ উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোর (যা সীমিত নয়) জন্য অর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে ঃ

৫.৩.১ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি -

১) মিনি পোল্ট্রি হ্যাচারি;

২) ডায়াগনস্টিক সুবিধা;

৩) কৃত্রিম প্রজনন এর যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম;

৪) অন্যান্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

৫.৩.২ উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি -

১) প্যাকেজিং, গ্রেডিং এবং ওয়াশিং সুযোগ-সুবিধাসহ পণ্য সংগ্রহের স্থান প্রতিষ্ঠা করণ;

২) বাছাই, গ্রেডিং, গুদামজাতকরণ, প্যাকেজিং সরঞ্জাম সংরক্ষণ এবং সেড নির্মাণের সুবিধা;

৩) ডিম সংরক্ষণের সুবিধা;

৪) দুধ সংগ্রহের পাত্র;

৫) দুধ সংরক্ষণের জন্য চিলিং প্লান্ট স্থাপন;

৬) অভ্যন্তরীন ও রপ্তানি বাজারে মাংস বাজারজাত করণে উন্নত কশাইখানা স্থাপন এবং মাংস/মাংস প্যাকেজিং করার সুযোগ-সুবিধার জন্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ;

৭) অন্য কোন উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

৫.৩.৩ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ -

১) দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি;

২) দুধ পরিবহণ কন্টেইনার/ভ্যান;

৩) ক্রিম সেপারেটর মেশিন;

৪) মাংস প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম;

৫) গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ সরঞ্জাম;

৬) বৈদ্যুতিক জেনারেটর;

৭) গুদামজাতকরণের জন্য শীতল/ঠান্ডা কক্ষের সুযোগ-সুবিধা;

৮) অন্য কোন উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

৫.৩.৪ উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য বাণিজ্যিকীকরণ -

১) দুধ পরিবহণের জন্য মিল্ক ক্যান;

২) দুধ থেকে ছানা প্রস্তুত করার সরঞ্জাম;

৩) মিল্ক পাস্তুরাইজেশন প্লান্ট;

৪) আধুনিক বাণিজ্যিক কসাইশখানার জন্য সরঞ্জাম;

৫) গরুর মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিজিং কেন্দ্রর জন্য সরঞ্জাম;

৬) প্লাস্টিক বাক্স/ প্যাকিজিং সামগ্রী;

৭) মিনি পশু খাদ্য প্রক্রিয়া কারখানা;

৮) পরিবহণের জন্য ভ্যান গাড়ী/কভার্ড ভ্যান, পিকআপ ভ্যান;

৯) অন্য কোন উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

৬. AIF-3 উপ-প্রকল্প ডিজাইন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন পদ্ধতি:

৬.১ প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক এমন যোগ্যতাসম্পন্ন উপ-প্রকল্পের জন্য AIF-3 থেকে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তাই উদ্যোক্তাকে নিজ এলাকার খামারীদের সাথে বিপণন লেনদেন কার্যক্রমের যোগসূত্র থাকতে হবে। AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রযুক্তি গ্রহণ, বিস্তার এবং বাজার সংযোগ উন্নয়নে সহায়ক হবে;

৬.২ উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার মান/যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" সিআইজি/PO/CEAL এবং গ্রামীণ কৃষিজ ব্যবসায় উদোক্তাদের প্রদান করা হবে। উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে উচ্চ মানের পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ, সম্পদের উন্নয়ন, বিশেষ করে খামার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ভ্যালু চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং ভ্যালু অ্যাডিশনের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেতে হবে বা উল্লেখ করতে হবে;

৬.৩ সরকারীভাবে নিবন্ধিত বা ট্রেড লাইসেন্সধারী এবং কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হচ্ছে, উত্তম মানের এমন সিআইজি/PO/CEAL এবং গ্রামীণ কৃষিজ ব্যবসায় উদোক্তাদের প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীল কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এককালীন অনুঘটক (catalytic) অর্থায়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

৬.৪ উদোক্তাগণকে উপ-প্রকল্পের অপারেটিং ব্যয়, খামার উপকরণ বা অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রবাদি ক্রয়ে ব্যয় বহন করতে হবে। "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর অনুকূলে দাখিলকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের ভিত্তিতে অনুদান এর বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৭. কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত উদ্যোক্তাগণের তালিকা প্রস্তুত করণ:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উপজেলাস্থ যে সকল উদ্যোক্তাগণ কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত তাঁদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল এবং ব্যবসার ধরণ সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এই তালিকায় জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের উদ্যোক্তা যারা উপজেলায় কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত তাঁরাও অর্ন্তভুক্ত হবেন। উক্ত তালিতা প্রস্তুত হলে উপজেলাস্থ সকল ধরণের কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) উদ্যোক্তাগণের নিকট থেকে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা আহ্বানে পিআইইউ ঃ ডিএলএস সমর্থবান (enable) হবে।

৮. উপ-প্রকল্প আহ্বান ও বহুল প্রচারণা:

AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ এবং তা গণযোগাযোগ এবং ওয়েব-বেজ্ড বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে CIG, PO এবং উপজেলাস্থ কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তাগণের নিকট বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পিআইইউ ঃ ডিএলএস উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য উদ্যোক্তাগণের নিকট থেকে এলাকার চাহিদা উপযোগী উপ-প্রকল্প আহ্বান করবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি উন্মুক্ত প্রচারণার জন্য প্রকল্পাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর

এর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মী বা তৃণমূল পর্যায়ে CEAL এর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

৯. AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর জন্য উদ্যোগক্তাগণের যোগ্যতার মাপকাঠি/মানদণ্ড:

AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা অর্জনে CIG, PO, CEAL এবং কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় জড়িত উদ্যোগক্তাগণ-কে সরকারীভাবে নিবন্ধিত বা ট্রেড লাইসেন্সধারী, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় মানদন্ড পুরণে সক্ষম হতে হবে। কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) ব্যবসায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর চলমান রেকর্ডধারী উদ্যোক্তা অথবা CEAL হিসাবে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণসহ ২ (দুই) বছর চলমান সেবা প্রদানের রেকর্ড আছে এমন সেবা দাতা নিম্নোক্ত মানদণ্ড (criteria) পূরণসাপেক্ষে উপ-প্রকল্প দাখিল ও AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যাগ্যতা অর্জন করবে:

নির্বাচন মানদণ্ড	কৃষিজ (প্রাণিসম্পদ) উদ্যোক্তা	**CIG** উদ্যোক্তা	নারী উদ্যোক্তা	**PO** উদ্যোক্তা	**CEAL** উদ্যোক্তা
আইনি সত্ত্বা	অবশ্যই বৈধ ও হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে	অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে	অবশ্যই বৈধ ও হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে	অবশ্যই বৈধ ও হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স/ নিবন্ধন থাকতে হবে	অবশ্যই বৈধ ও হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে
অফিস/ ব্যবসায় সুযোগ-সুবিধা	অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা	অনুরূপ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	অনুরূপ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	অনুরূপ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	অনুরূপ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	অনুরূপ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
ব্যাংক একাউন্ট	অবশ্যই ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সর্ব্বমোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।	অবশ্যই ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সর্ব্বমোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।	অবশ্যই ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সর্ব্বমোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।	অবশ্যই ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সর্ব্বমোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।	অবশ্যই ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সর্ব্বমোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% সমপরিমান অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকতে হবে।
খামার বাজার সংযোগ বিষয়ে অভিজ্ঞতা	বাজারজাত করার পরিমান ও বার্ষিক টার্ন-ওভার	বাজারজাত করার পরিমান ও বার্ষিক টার্ন-ওভার	বাজারজাত করার পরিমান ও বার্ষিক টার্ন-ওভার	বাজারজাত করার পরিমান ও বার্ষিক টার্ন-ওভার	সেবা প্রদানের সংখ্যা ও বার্ষিক টার্ন-ওভার

১০. উপ-প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি:

১০.১ AIF-3 আওতায় আর্থিক সহায়তা পেতে উক্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাব বাংলায় প্রস্তুত করতে হবে। এ জন্য এনএটিপি-২ এর প্রস্তুতকৃত AIF-3 প্রকল্প ছক ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-১)।

১০.২ উপ-প্রকল্প প্রস্তাবকারী উদ্যোক্তাগণ সমস্যা সনাক্তকরণ ও প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রতিবেশী উদ্যোক্তাদেরকেও আমান্ত্রণ জানাতে পারেন।

১০.৩ AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্তির উপযোগিতা, প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমান, প্রয়োজনীয় সম্পদ/ সরঞ্জামাদির ধরণ, মালকানা পার্টনার, সম্পদ/সরঞ্জামাদির ব্যবহার, লভ্যাংশ বা সুবিধা ভাগা-ভাগি ইত্যাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থানীয় খামারীদের সহযোহিতায় চুড়ান্ত করতে হবে। উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে স্থানীয় খামারীদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটতে হবে।

১০.৪ ভাল পরিকল্পনা, আর্থিকভাবে লাভযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করতে CEAL ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীগণ উদ্যোক্তাগণ-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১১. উপ-প্রকল্প দাখিলের সময়সীমা:

উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে যোগ্য উদ্যোক্তা-কে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১) উপ-প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত সকল উপ-প্রকল্পের প্রাপ্তির বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করা হবে।

১২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প যাচাইকরণ:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে দাখিলকৃত প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উদ্যোক্তা কর্তৃক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের ২০ দিনের মধ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে উক্ত যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে তা পরিচালক, এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ প্রণিসম্পদ অংগ এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প নির্বাচনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করতে হবে:

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণ		মন্তব্য
		হ্যাঁ	না	
১.	উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্ট আছে কি না? (মন্তব্য ঘরে ব্যাংক হিসাব নম্বর, ব্যাংক এর নাম ও শাখার নাম উল্লেখ করতে হবে)			
২.	উদ্যোক্তা কি সরকারীভাবে নিবন্ধিত বা উদ্যোক্তার কি হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স আছে? (মন্তব্য ঘরে নিবন্ধন নম্বর/ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও নিবন্ধনকারী/ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ করতে হবে)			
৩.	উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ব্যবহারে উদ্যোক্তার সক্ষমতা আছে কি? (মন্তব্য ঘরে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ			

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণ		মন্তব্য
		হ্যাঁ	না	
	প্রাপ্ত বা প্রাপ্যতা, দক্ষ জনশক্তি/ড্রাইভারের প্রাপ্যতা, অপারেশন নির্দেশিকা, পার্কিং এলাকা ইত্যাদি আছে কি না উল্লেখ করতে হবে)			
৪.	উদ্যোক্তা কি যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে? (মন্তব্য ঘরে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে)			
৫.	বর্তমান বাজার দরের সাথে উপ-প্রকল্প ব্যয়ের যৌক্তিকতা কি? (মন্তব্য ঘরে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে)			
৬.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা উপযুক্ত সক্ষমতা রাখে কি? (মন্তব্য ঘরে অতীত অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা, অপারেশন ম্যানুয়াল, অর্জিত তহবিল (ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত নগদ অর্থ ও বস্তুগত), অফিস বা সভার স্থান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে)			
৭.	উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য এলাকায় যথেষ্ঠ উপযোগী কি না এবং এর ব্যবসা সংক্রান্ত পরিকল্পনা আছে কি? (মন্তব্য ঘরে স্থানীয় খামারীদের উপ-প্রকল্পের পণ্যের চাহিদা এবং উক্ত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সম্প্রসারিত হবে কি না ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে)।			

* স্থান সঙ্কুলন না হলে প্রত্যেক ক্রমিকের মন্তব্যের বিষয়ে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে

তারিখসহ স্বাক্ষর
নাম
পদবী: CEAL
কর্মস্থল:
মোবাইল নম্বর:

তারিখসহ স্বাক্ষর
নাম
পদবী: LEO
কর্মস্থল:
মোবাইল নম্বর:

তারিখসহ স্বাক্ষর
নাম
পদবী: ULO
কর্মস্থল:
মোবাইল নম্বর:

১৩. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প মূল্যায়নে জাতীয় কমিটি গঠন ও এর কার্যপরিধি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করবেন। উক্ত কমিটিতে পরিচালক, এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ ডিএলএস সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। মূল্যায়ন কমিটি উপ-প্রকল্পগুলো মূল্যায়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো যাচাই করা হবে -

১৩.১ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো প্রেরণের পূর্বে উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করতে হবে (যাচাইকালে দেখতে হবে উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাব, ব্যাংক আমানত, নিবন্ধন/হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, প্রস্তাবিত সরঞ্জাম/সরঞ্জামের সম্ভাব্যতা, ড্রাইভারের জন্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা ও পার্কিং এলাকা আছে কি না ইত্যাদি);

১৩.২ স্থানীয় চাহিদা ও বাজার সংযোগ প্রেক্ষাপটে উপ-প্রকল্পের উপযোগীতা;

১৩.৩ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থিক সম্ভাবনা;

১৩.৪ উপ-প্রকল্পটি টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা (রক্ষণাবেক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ লভাংশ বন্টন ব্যবস্থা);

১৩.৫ অর্থনৈতিক সুবিধাদি;

১৩.৬ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভাবিত নতুন ধারণাগুলি বিস্তারের সুযোগ;

১৩.৭ অন্যান্য;

❖ বাছাইকৃত উপ-প্রকল্পগুলো অধিকতর প্রক্রিয়াকরণ/মূল্যায়ন এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য বিবেচনা করা হবে।

১৪. জাতীয় কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি-কে উপ-প্রকল্পের যোগ্যতা ও মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এই কার্যক্রম প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো এনএটিপি-২, পিআইইউ ঃ ডিএলএস-এ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করে সুপারিশ করতে হবে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প নির্বাচনে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন কমিটি-কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই পূর্বক মূল্যায়নের মান (score) প্রদান করতে হবে ঃ

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	হ্যাঁ/ না	উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ও মাঠপর্যায়ে যাচাই প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ	মোট মান
১.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কি না এবং তা এনএটিপি-২ এর ভেলু চেইন উন্নয়ন ও উচ্চ মূল্যের পণ্য বাজারজাতকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি?			১৫
২.	AIF-3 ব্যবহার নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছক মোতাবেক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে কি?			১৫
৩.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নে সাহায্য করবে কি না এবং ক্ষুদ্র খামারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা বৃদ্ধি করবে কি?			১০
৪.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে বর্ণিত পরিকল্পিত কার্যক্রম প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে যথোপযুক্ত এবং যথাযথ কি?			৫

ক্রমিক নং	যাচাইকরণ মানদণ্ড	হ্যাঁ/ না	উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ও মাঠপর্যায়ে যাচাই প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ	মোট মান
৫.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে বর্ণিত সমস্যা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রস্তাবিত বাজেটের সাথে বাস্তবসম্মত কি?			৫
৬.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তার সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থ্য/সক্ষমতা আছে কি?			৫
৭.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে কি?			৫
৮.	আবেদনকারী উদ্যোক্তা সরকারীভাবে নিবন্ধিত বা হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স আছে কি?			১০
৯.	উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট বাজেট বরাদ্দের কমপক্ষে ৫০% অর্থ উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে আমানত হিসাবে জমা আছে কি?			১০
১০.	প্রস্তাবিত এগ্রোবিজনেসে উদ্যোক্তার টিকে থাকার মত দৃষ্টান্তমূলক/প্রমানিত কোন অভিজ্ঞতা আছে কি?			৫
১১.	আবেদনকারী একজন নারী উদ্যোক্তা কি?			৫
১২.	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের সুযোগ আছে কি?			৫
১৩.	সরেজমিন যাচাই প্রতিবেদন			৫
	সর্বমোট			১০০

* প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ঃ

১। ২। ৩। ৪। ৫।

১৫. উপ-প্রকল্প অনুমোদন:

১৫.১ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" মঞ্জুরীর জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাব গৃহীত হবে;

১৫.২ জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ এর নিকট প্রেরণ করবেন;

১৫.৩ পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট উপস্থাপন করবেন;

১৫.৪ শুধুমাত্র যোগ্য/সফল সিআইজি "ম্যাচিং গ্রান্ট" মঞ্জুরীর জন্য বিবেচিত হবে;

১৫.৫ পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ শুধুমাত্র অনুমোদনকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন;

১৫.৬ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত সিদ্ধান্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা/আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

১৬. উপ-প্রকল্পে অর্থ ছাড় করার প্রক্রিয়া:

১৬.১ AIF-3 তহবিল থেকে অর্থ বিতরণ ও তহবিল প্রবাহ প্রক্রিয়ায় সকল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন, অডিটিং ইত্যাদি কার্যক্রম একই নিয়মে পালন করা হবে;

১৬.২ অনুমোদনকৃত উপ-প্রকল্পের জন্য AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর অর্থ পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার ব্যাংক একাউন্টে ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সরাসরি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্ততার ব্যাংক একাউন্টে উক্ত অর্থ ছাড় করবেন এবং এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্ততা-কে প্রদান করবেন;

১৬.৩ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিম্ন বর্ণিত মানদন্ড (criteria) অনুসরণ ও শর্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে উক্ত অর্থ ছাড় করবেন -

১৬.৩.১ উপ-প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে এবং তার যথার্থতা সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার যাচাইয়ে পাওয়া গেলে;

১৬.৩.২ সিআইজি গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ক্রয়কৃত সমগ্রী (মালামাল) গ্রহণের প্রত্যায়ন প্রদান করা হলে;

১৬.৩.৩ মালামাল ক্রয়ের মূল বিল, মজুদ বহিতে স্টক এন্ট্রি পূর্বক সকল ভাউচার, ট্যাক্স ও ভ্যাট এর চালান, কোটেশন ইত্যাদি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হলে;

১৬.৩.৪ উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয়িত অংশের কমপক্ষে ৫০% অংশ উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে একাউন্ট payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে তার প্রমাণক হিসাবে উদ্যোক্তার ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হলে।

❖ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো উপ-প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ বিশ্বস্ততা ও সুরক্ষার সাথে উপ-প্রকল্পের জন্য প্রদত্ত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করা।

১৭. উপ-প্রকল্পের তহবিল ব্যবস্থাপনা:

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুকুলে প্রদত্ত উদ্যোক্তার অংশ এবং AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর অর্থ উদ্যোক্তার বিদ্যমান ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হবে এবং সেখান থেকেই উপ-প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৮. উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য ফান্ড শেয়ারিং:

একটি উপ-প্রকল্পে AIF-3 থেকে সর্বোচ্চ প্রদেয় আর্থিক অনুদানের পরিমান হবে উক্ত উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট বাজেট বরাদ্দের ৫০%, অর্থাৎ সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৫.৮১ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৫০% অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকা উদ্যোক্তাকে টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করতে হবে। এ জন্য উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে উক্ত পরিমান টাকা সঞ্চয় থাকতে হবে। ফলে একটি উপ-প্রকল্পে AIF-3 অনুদান ও উদ্যোক্তা তহবিল মিলে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের পরিমান হবে ১১.৬২ লক্ষ টাকা। যদি কোন কারণে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় মিটাতে হবে। অন্যদিকে যদি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকা থেকে কম

বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে AIF-3 ও উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমান আনুপাতিক হারে কমে যাবে, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে AIF-3 তে বরাদ্দ থাকলেও উপ-প্রকল্পের প্রয়োজন না থাকায় সেখানে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না।

১৯. উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি:

উপ-প্রকল্পের তালিকাভূক্ত সকল মালামাল ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুদান গ্রহণকারী উদ্যোক্তা-কে নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করতে দায়বদ্ধ থাকবেন:

১৯.১ সরলীকৃত (সহজসাধ্য) ক্রয় পদ্ধতি: প্রতিযোগিতামূলক মূল্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে সহজসাধ্য ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কোটেশনের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য প্রদানকালে উদ্ধৃত মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট কত তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

১৯.২ সরাসরি পণ্য ক্রয় পদ্ধতি: পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং গুণগতমান নিশ্চিত করে ছোট ছোট পণ্য সরাসরি ক্রয় করা যেতে পারে। পণ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সীমিত হলে, একক উৎস ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে;

১৯.৩ পণ্যের মূল্যমান টাকা ২৫,০০০.০০ বা তার নিচে হলে উদ্যোক্তা নিজ ব্যবস্থামতে নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক বিক্রয়কারীর নিকট থেকে সরাসরি ক্রয় করতে পারবে। পণ্যের মূল্য প্রদানকালে উদ্ধৃত মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট কত তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

১৯.৪ উপ-প্রকল্পে তালিকাভুক্ত সকল সরঞ্জামাদি/মালামাল "প্যাকেজ" ভিত্তিক অথবা প্যাকেজের মধ্যে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি/মালামাল-কে গ্রুপ করে "লট" আকারে স্থানীয়ভাবে ক্রয়ে উৎসাহিত করতে হবে। উপ-প্রকল্পে তালিকাভূক্ত হয় নাই এমন কোন সরঞ্জামাদি/মালামাল উদ্যোক্তা ক্রয় করতে পারবে না।

২০. বেসরকারী খাতে উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করতে হবে:

অনুদান গ্রহণকারী উদ্যোক্তা-কে কমপক্ষে ৩টি (তিন) কোটেশন সংগ্রহ করতে হবে এবং দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সম্পর্কে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অতঃপর বাজার দর পর্যবেক্ষণ পূর্বক উক্ত কোটেশনে উদ্ধৃত দর যাচাই করবেন। কোটেশনে উদ্ধৃত দর বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অনুদান গ্রহণকারী উদ্যোক্তা-কে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার জন্য অবহিত করবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সর্বোচ্চ টাকা ২৫,০০.০০ (পঁচিশ হাজার) পর্যন্ত নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক বিক্রয়কারীর নিকট থেকে সরাসরি ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে উদ্যোক্তার ক্রয় পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষন থাকতে হবে। উপ-প্রকল্পে ক্রয়কৃত সকল মালামালের মজুদ সংরক্ষণের জন্য উদ্যোক্তাকে পৃথক স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

২১. CIG/PO উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করতে হবে।

যেহেতু CIG/PO উদ্যোক্তাদের ৩০(ত্রিশ) সদস্যের একটি কমিটি আছে, সেহেতু ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এ ধরণের উদ্যোক্তাদের ক্রয কার্য সম্পাদনে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

CIG/PO সদস্যদের সমন্বয়ে পৃথক ২টি (দুই) গঠন করতে হবে:

২১.১ উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয় কমিটি -

উপ-প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ের জন্য AIF-3 থেকে অনুদান প্রাপ্ত CIG/PO এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে ন্যূনতম ৩(তিন) জন সদস্য নিয়ে একটি ক্রয় কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি-কে স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য "Request for Quotation (RFQ)" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনায় তালিকাভুক্ত দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল ক্রয় করতে হবে। ক্রয় কমিটিকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে

সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয়ের নিশ্চয়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অন্তত ৩(তিন) জন সরবরাহকারী/ ডিলারের কাছ থেকে কোটেশন (লিখিতভাবে মূল্য গ্রহন) সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করার পর কোটেশনে প্রাপ্ত মূল্য সম্পর্কে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কোটেশনে প্রদত্ত দর সম্পর্কে বাজার মূল্য যাচাই করবেন। যদি কোটেশনে প্রদত্ত দর বাজার মূল্যের সংঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সিআইজি-কে অবগত করবেন। পণ্যের মূল্যমান টাকা ২৫,০০০.০০ বা তার নিচে হলে উদ্যোক্তা নিজ ব্যবস্থামতে নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক বিক্রয়কারীর নিকট থেকে সরাসরি মালামাল ক্রয় করতে পারবে। পণ্যের মূল্য প্রদানকালে উদ্ধৃত মূল্যের বিপরীতে ভ্যাট কত তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২১.২ উপ-প্রকল্পের মালামাল গ্রহণ কমিটি -

উপ-প্রকল্পের জন্য সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহন করার জন্য মালামাল ক্রয় কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য ৩(তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি স্বাধীন মালামাল গ্রহণ কমিটি গঠন করতে হবে। মালামাল গ্রহণ কমিটি সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদি/মালামাল মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী কি না এবং উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা (specifications) অনুযায়ী উক্ত সরঞ্জামাদি/মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেলে গ্রহণ করবেন। প্রকল্পের জন্য গ্রহণকৃত সকল সরঞ্জামাদি/মালামাল একটি পৃথক মজুদ বহিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২২.বিল পরিশোধ পদ্ধতি:

উদ্যোক্তা কর্তৃক মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুদানের অর্থ ছাড় করার জন্য পরিচালক, পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, এনএটিপি-২ এর নিকট সুপারিশ প্রদান করবেন। উক্ত সুপারিশ পত্রে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-কে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, সিআইজি কর্তৃক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল মালামাল ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশ পত্রের একটি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

“এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ---------- (উদ্যোক্তার নাম), ---------- (অনুমোদিত উপ-প্রকল্পের নাম) উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল মালামাল ক্রয় কার্যক্রম উদ্যোক্তার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় কার্যক্রম এর বিল পরিশোধের নিমিত্ত ---------- (উপ-প্রকল্পের নাম) উপ-প্রকল্প এর অনুকুলে টাকা ---------- (কথায়) ছাড় করা যেতে পারে।”

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট থেকে উক্ত অনুরোধ পত্র পাওয়ার পর পরিচালক, পিআইইউ ঃ ডিএলএস, এনএটিপি-২ থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত অর্থ পাওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফার করবেন অথবা account payee cheque এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুদানের অর্থ প্রদান করবেন। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান উক্ত অর্থ সরবরাহকারী ঠিকাদারকে account payee cheque এর মাধ্যমে প্রদান করবেন। সকল প্রকার বিল পরিশোধে প্রয়োজনীয় বিল/ভাউচার এবং নগদ প্রাপ্তি রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

২৩. দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল ক্রয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনা:

২৩.১ উদ্যোক্তাকে ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল ব্যবহারের জন্য একটি ব্যবহার নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে;

২৩.২ উপ-প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত/সংগৃহীত সকল দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল/সম্পদ উদ্যোক্তার সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এ সব দ্রব্যসামগ্রী/মালামাল/সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য নহে;

২৩.৩ অর্জিত এ সকল সম্পদ অনুমোদিত উপ-প্রকল্পের অনুরুপ কর্মকান্ডের ধারবাহিকতার অথবা গ্রান্ট গ্রহণকারী উদ্যোক্তার জন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বা এনএটিপি-২ প্রকল্পের জন্য উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ভূমিকা পালন করে উপ-প্রকল্পে অর্থিক ব্যবস্থাপনায় সহায়তায় প্রদান করবেন-

২৪.১ নিশ্চিত করতে হবে যে, উপ-প্রকল্পের মোট খরচের সিআইজি অবদানের সমপরিমান (৫০%) অর্থ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে জমা আছে;

২৪.২ উপ-প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নির্দেশিকা প্রণয়ন, হিসাব প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমে গ্রান্ট গ্রহণকারী উদ্যোক্তা-কে সর্বাত্বক সহায়তা প্রদান;

২৪.৩ উপ-প্রকল্পের সকল কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরামর্শ সেবা, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি যেমন- ব্যাংক একাউন্ট, হিসাব পরিচালনা, রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, ক্রয় কার্যক্রম, সুবিধা বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সহায়তা প্রদান;

২৪.৪ তহবিল পরিচালনা, ক্রয় কার্যক্রম ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিআইইউ: ডিএলএস এর সাহিত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৪.৫ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস গ্রান্ট গ্রহণকারী উদ্যোক্তার ম্যাচিং ফান্ড সংক্রান্ত সকল হাল-নাগাদ তথ্যাদি যেমন-রিসোর্সেস, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, ব্যয় কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে গ্রান্ট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথাসময়ে ও সঠিকভাবে পিআইইউ/পিএমইউ বরাবরে প্রেরণ করা যায়;

২৪.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা অন্য কোন সংশোধন (যদি থাকে) সম্পর্কে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর প্রযোজ্যতা (applicability) বিষয়ে পিআইইউ: ডিএলএস/পিএমইউ-কে জানাতে হবে।

২৫. উপ-প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি:

নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে উপ-প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে-

২৫.১ AIF-3 ম্যাচিং গ্রান্ট" প্রাপ্ত উদ্যোক্তা-কে নগদ অর্থ/চেক/ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি জমা দেয়া এবং যে কোন পরিমান অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব পরিচালনা করতে হবে। তবে যে সকল উদ্যোক্তার ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে, উপ-প্রকল্পের লেন-দেনের জন্য সে সকল একাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের অর্থ পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তা-কে পৃথক কোন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে না;

২৫.২ ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে যেমন- টাকা জমাকরণ বা উত্তোলন, ব্যাংক এর চেক স্বাক্ষর প্রক্রিয়া ইত্যাদি কাজে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের উপ-আইন/ব্যবসায়িক শর্ত (Trade requirement)

মোতাবেক পরিচালিত হবে;

২৫.৩ হিসাব পদ্ধতির নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের সকল প্রকার ব্যয়ের বিল-ভাউচার, বড় বড় ক্রয় কার্যক্রমের ডকুমেন্ট (টেন্ডার অথবা স্পট কোটেশন) সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের অনুদানের খাতওয়ারী রেকর্ড রাখতে হবে;

২৫.৪ পিআইইউ ঃ ডিএলএস/পিএমইউ এবং অডিট উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন করার জন্য প্রকল্পের সকল প্রকার ব্যয়ের/খরচের হিসাব, আর্থিক লেনদেনের হিসাব, ক্যাশ বহি লিখন (ডবল এন্ট্রি ক্যাশ বহি), বিল/ভাউচার, অগ্রিম প্রদানের রেকর্ড, যে সকল সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে তা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে/সংরক্ষণে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পদধারী ক্যাশিয়ার/ট্রেজারার দায়িত্ব পালন করবেন;

২৫.৫ যেহেতু AIF-3 এর অনুদান বিতরণ কার্যক্রম উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর এর এনএটিপি-২ এর ব্যাংক একাউন্ট থেকে উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হবে, সেহেতু আর্থিক অডিট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার নথি অবশ্যই উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।

২৬. AIF-3 কার্যকারীতা (performance) পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation):

২৬.১ অনুদান প্রদত্ত বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি পিআইইউ ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ থেকে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে পিএমইউ-তে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে;

২৬.২ AIF-3 উপ-প্রকল্পের সম্পাদিত সকল কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের জন্য পিএমইউ AIF-3 Performance Assessment করবে (মধ্যমেয়াদি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত বছর);

২৬.৩ AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা (কার্যকারীতা) নিশ্চিত করার জন্য পিএমইউ কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর সময় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে;

২৬.৪ একটি independent firm নিয়োগের মাধ্যমে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করে "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর সামগ্রিক সাফল্য মূল্যায়ন করা হবে।

উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার ছক

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

(প্রতিটি উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় একই ছক পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করতে হবে)

প্রথম অংশ (সাধারণ তথ্যাবলী)

১. আবেদকারী উদ্যোক্তার নাম:

২. আবেদকারীর উদ্যোক্তার পূর্ণ ঠিকানা (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পোষ্ট কোড):

৩. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানটি কত সালে গঠিত হয়েছে:

৪. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রেশন/ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ (রেজিষ্ট্রেশন/ট্রেড লাইসেন্স সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে):

৫. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ):

৬. ব্যাংক হিসাবের তথ্যাবলী (ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা, একাউন্ট এর নাম, একাউন্ট নম্বর, বর্তমান স্থিতিসহ হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে):

৭. উদ্যোক্তা সংস্থার মালিকানাধীন প্রধান প্রধান সম্পদের তালিকা:

৮. উপ-প্রকল্প দাখিলে যোগাযোগকারীর নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর:

দ্বিতীয় অংশ (কারিগরি ও আর্থিক তথ্যাবলী)

৯. উপ-প্রকল্পের শিরোণাম (সুস্পষ্ট, অর্থবহ এবং স্বব্যাখ্যায়িত শিরোনাম):

১০. উপ-প্রকল্প এলাকা (কার্যক্রম যে এলাকায় বাস্তবায়িত হবে তার নাম):

১১. প্রকল্পের মেয়াদ (প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে):

(ক) ক্রয় কার্য সম্পাদন কাল:

(খ) বাস্তবায়নকাল:

১২. উপ-প্রকল্পের বর্ণনা (প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড এনএটিপি-২ প্রকল্পে কিরূপ প্রভাব পড়বে, উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সিআইজি কর্মকাণ্ডের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ, সিআইজি কিভাবে উপ-প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে):

(ক) পটভূমি ও যৌক্তিকতা:

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১৩. বাস্তবায়ন পদ্ধতি (উপ-প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য করতে হবে):

১৪. বাজেট এবং প্রস্তাবিত "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান (উপ-প্রকল্প ব্যয়ের মোট বাজেট এবং AIF-3 উৎস্য হতে প্রয়োজনীয় বাজেটের পরিমান উল্লেখসহ বাজেটের প্রত্যেক লাইন আইটেমে উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদেয় অর্থের পরিমান ইত্যাদি; প্রকল্পের বাজেট প্রস্তুত করতে নিম্নের ছক ব্যবহার করতে হবে):

উপ-প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট:

উপ-প্রকল্পের নাম:				"ম্যাচিং গ্রান্ট" ক্যাটাগরি: AIF-3		
খরচের খাত	সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য/বাজেট (টাকা)	উপ-প্রকল্প বাজেটে অবদানের পরিমান		মন্তব্য
				"ম্যাচিং গ্রান্ট" অর্থের পরিমাণ (সর্বোচ্চ ৫০%)*	উদ্যোক্তা প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (নূন্যতম ৫০%)	
ক্যাপিটাল আইটেম (Capital Cost Item)						
১.						
২.						
৩.						
৪. ইত্যাদি						
রিকারেন্ট আইটেম (Recurent Cost Item)						
১.						
২.						
৩.						
৪. ইত্যাদি						

* প্রতি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনায় "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান সর্বোচ্চ ৫.৮১ লক্ষ টাকা হবে, যা উপ-প্রকল্পের সর্বোমোট ব্যয়ের ৫০%। অবশিষ্ট ৫০% ব্যয় যার পরিমান ৫.৮১ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদান করতে হবে। ফলে উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ১১.৬২ লক্ষ টাকা। যদি কোন উদ্যোক্তার উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব ১১.৬২ লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে AIF-3 "ম্যাচিং গ্রান্ট" এর পরিমান একই থাকবে অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকাই থাকবে এবং প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকা উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করতে হবে।

১৫. প্রধান প্রধান কর্মকান্ড ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:

১৬. ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পদক্ষেপ (সম্ভাব্য ঝুঁকি অথবা বাস্তবায়ন সময়কালে উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে। ঝুঁকি মোকাবেলায় যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

১৭. সামাজিক বিষয়াদি (প্রকল্পের কর্মকাণ্ড দ্বারা সিআইজি এবং পার্শ্ববর্তী কৃষক/খামারী কিভাবে লাভবান হবে তার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, সমাজের নারী খামারীদের লাভবান হওয়ার কোন সুযোগ আছে কি না বর্ণনা করতে হবে):

১৮. পরিবেশগত বিষয়াদি (প্রকল্প কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে কি না তা উল্লেখ করতে হবে):

১৯. বাজার ব্যবস্থাপনা ঃ স্থানীয় বাজার, শহর এবং রপ্তানি বাজারে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুযোগ সৃষ্টিতে এই উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২০. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তার সক্ষমতার বর্ণনা (পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি প্রয়োগ সক্ষমতা, ব্যবহার বিধি প্রণয়ন, অর্জিত সম্পদ (নগদ ও মালামাল), অফিস অথবা মিটিং এর স্থান ইত্যাদি):

২১. উপ-প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পের ধারাবহিকতা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা (উপ-প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলে প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা ধরে রাখার ধারবাহিকতায় কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী):

স্বাক্ষর

নাম:

পদবী:

জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সাধারণ সম্পাদক:

উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নাম:

উদ্যোক্তার সিল:

তারিখ:

মোবাইল নম্বর:

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায়
AIF-3 ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা
(নমুনা)

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ..... উদ্যোক্তা এর পক্ষে AIF-3 গ্রান্ট এর আওতায় ..... শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করি। উক্ত উপ-প্রকল্পটি AIF-3 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর জন্য যোগ্য ও সম্মতি হওয়ায় আমি/আমরা AIF-3 অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) গ্রহণে সম্মত হই। উক্ত "ম্যাচিং গ্রান্ট" গ্রহনের জন্য..... উদ্যোক্তা এর পক্ষে আমি/আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, AIF-3 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সদ্ব্যবহারে নিম্নরূপ শর্তাবলী মেনে চলবো:

শর্তাবলী:

১. অনুদানের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা হবে।
২. উপ-প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বিশ্বব্যাংক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিয়ম ও প্রবিধান মেনে AIF-3 অনুদানের অর্থ ব্যয় করা হবে।
৩. কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উপ-প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী যথাসময়ে দাখিল করা হবে।
৪. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুদানের প্রাপ্ত অর্থের সকল প্রকার ব্যয় এবং উপ-প্রকল্প থেকে উপার্জিত আয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সিআইজি এর সকল সদস্যকে যথাবিহীত অবহিত করা হবে।
৫. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের কারিগরি পরামর্শ অনুযায়ী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
৬. ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির কারণে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার ব্যর্থতা দেখা দিলে তার দায়-দায়িত্ব আমি/আমাদেরকেই বহন করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. উপ-প্রকল্পে যে সব যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে তা অন্যত্র হস্তান্তর করা হবে না।

AIF-3 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) গ্রহণ করতে আমি/আমরা উপরে বর্ণিত শর্তাবলী পালনে সম্মত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেমতে, আমি/আমরা ..... উদ্যোক্তা এর পক্ষে নিম্নোক্ত স্বাক্ষর প্রদানকারীগণ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য ..... তারিখ অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

.....
উদ্যোক্তা এর পক্ষে

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর
১।
২।
৩।

প্রতিস্বাক্ষরিত

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে ঘোষণা পত্র

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে AIF-3 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) পেতে হলে উদ্যোক্তা-কে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করতে হবে। কোন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা স্ক্রীনিং চেক-লিষ্ট সম্মত না হলে মাঠপর্যায়ে সরেজমিন যাচাইকালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাই AIF-3 আর্থিক অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) এর জন্য আকাংক্ষিত উদ্যোক্তা-কে নিম্নোক্ত চেক-লিষ্ট পূরণ করে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত করতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	জবাব (হ্যাঁ/না)	(হ্যাঁ হলে বিবরণ দিতে হবে)
	ক). পরিবেশ বিষয়ক স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট		
১	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটিতে কি জাতীয় পার্ক ও রক্ষিত এলাকা বা কোন সংকটাপতিত জলজ বা স্থলজ আবাসস্থল ব্যবহারে মনস্থ করা হয়েছে বা উপ-প্রকল্পটি এ জাতীয় কোন সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হবে কি ?		
২	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি জাতীয় পার্ক, সংরক্ষিত বন, বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম বা অন্য কোন রক্ষিত এলাকার আশপাশে বাস্তবায়ন করা হবে কি?		
৩	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি জলাশয়, খাল ও পুকুর এর আশপাশে বাস্তবায়ন করা হবে কি এবং বাস্তবায়নের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হবে বা এগুলোর ওপর নির্ভরশীল হবে কি?		
৪	উপ- প্রকল্প প্রস্তাবটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন-ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকা, খাড়া ঢালু স্থান, পাহাড়ের উচ্চমাত্রায় অধ:পতিত ভূমি, নদীতীরস্থ ফী-বছর বন্যা প্রবণ এলাকা বা উচ্চমাত্রায় ভূমি ক্ষয়িষ্ণু এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে কি?		
৫	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটিতে খুবই খাড়া ঢালু স্থান বিষয়ক অনাপত্তি প্রত্যয়নের প্রয়োজন হবে কি?		
৬	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি কোন ঐতিহ্যবাহী স্থান/ধর্মীয় স্থান/গোরস্থানের পার্শ্ববতী এলাকায় স্থাপন করা হবে কি?		
৭	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি কোন কারণে বাধাগ্রস্থ হবে কি ?		
৮	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিকে বিপন্ন করবে কি?		

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	জবাব (হ্যাঁ/না)	(হ্যাঁ হলে বিবরণ দিতে হবে)
	খ). সামাজিক বিষয়ক স্ক্রীনিং চেক-লিস্ট		
৯	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি এমন কোন কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত করবে যা উপজাতি, মহিলা এবং দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর অপরিবর্তনীয় প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে?		
১০	উপ-প্রকল্পটি এমন কোন কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত হবে যা শিশু শ্রমের ব্যপ্তি ঘটাতে পারে কি?		
১১	প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটির জন্য কি কোন পরিবারের কৃষি জমি বা জমির ওপর সৃজিত কোন সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা থাকবে?		
১২	উপ-প্রকল্পটি বাস্তাবয়ন বা এর অবকাঠামো নির্মাণের কারণে কোন পরিবারের উচ্ছেদ ঘটাতে পারে কি?		
১৩	উপ-প্রকল্পটির কার্যক্রমে কোন কীটনাশক এবং কেমিক্যাল ব্যবহার করা হবে কি?		
১৪	১৩ নং প্রশ্নে উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে গুরুতর ক্ষতিকর এমন কীটনাশক/কেমিক্যালের নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও মাত্রা উল্লেখ করতে হবে।		
১৫	প্রস্থাবিত উপ-প্রকল্পটি উপ-প্রকল্প কর্মকান্ডের আশপাশে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উপকারে আসবে কি?		
১৬	১৫ নং প্রশ্নে উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আনুপাতিক হার উল্লেখ করতে হবে ।		

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ..... উদ্যোক্তা এর পক্ষে AIF-3 গ্রান্ট এর আওতায় ..... শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অত্র ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করলাম। অদ্য ..... তারিখ।

.....

উদ্যোক্তা এর পক্ষে